বেদান্তশাস্ত্রে বা বেদান্তসারে 'অধিকারি-নিরূপণ' প্রসঙ্গ আলোচনা কর/'বেদান্তসারঃ'অবলম্বনে অধিকারী র গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ(marks-10)

উত্তরঃ-শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র বিরচিত **'বেদান্তসারঃ'**নামক গ্রন্থটি হল অদ্বৈতবেদান্তের এক উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ।**'বেদান্তসারঃ'**এইগ্রন্থটি সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের একাংশ জীবব্রহ্মৈক্যরূপ বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবের মোক্ষলাভের উপায় কে আংশিকভাবে প্রতিপাদন করে।তাই **'বেদান্তসারঃ'**হল বেদান্তশাস্ত্রের এক প্রকরণ গ্রন্থ।

বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা সকলের জন্য নয়।তাই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনে বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারীর গুণবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বেদান্তসার প্রণেতা যোগীন্দ্র বলেছেন-**"অধিকারী তু বিধিবৎ-অধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততঃঅধিগত-অখিল-বেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্ত-উপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ,সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃপ্রমাতা।।"**সদানন্দের মতে-যিনি এজন্মে বা আগেকার জন্মে যথাবিধি বেদাঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন করে বেদের অর্থ মোটামুটি ভাবে জেনেছেন,যিনি কাম্যকর্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা সকল পাপ দূর করে অত্যন্ত নির্মলচিত্তযুক্ত হয়েছেন, সেরূপ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা (প্রকৃষ্ট জ্ঞাতা অথবা লৌকিক ও বৈদিক আচরণ অনুষ্ঠানে অভ্রান্ত)ব্যক্তিই 'বেদান্তশাস্ত্র' এবং **'বেদান্তসারঃ' গ্রন্থটির অধিকারী রূপে বিবেচিত।**

এখন প্রসঙ্গানুসারে অধিকারীর বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করছি-

প্রথমতঃ অধিকারী হবেন বেদাঙ্গবেদপারঙ্গম-বেদাঙ্গ হল ছটি-শিক্ষা,কল্প,ব্যাকরণ,নিরুক্ত,ছন্দ ও জ্যোতিষ।আর বেদ হল চতুর্বিধ-ঋক্,সাম,যজু ও অথর্ববেদ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ সহ চতুর্বেদ বিধিসম্মতঃ অধ্যয়নই হল বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারীর প্রাথমিক যোগ্যতা। এখানে একটি আশঙ্কা থাকে যে বিদুর প্রভৃতি মনীষীগণ বেদ অধ্যয়ন না করেও ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন। তাহলে বাক্যটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এক্ষেত্রে আশঙ্কা পরিহার করার জন্য জন্মান্তরীয় বেদবিদ্যার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃবেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হবেন কাম্যকর্মবর্জনকারীঃ-সদানন্দ বলেছেন-**কাম্যানি-স্বর্গাদি-ইষ্ট-সাধনানি,জ্যোতিষ্টোমাদীনি।।**কাম্যকর্ম বলতে ফলোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠীয়মান কর্মকে বোঝানো হয়েছে।যেমন-স্বর্গাদি ইষ্টসাধন,জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ্। এগুলি জন্ম মরণের সাধন বলে বর্জনীয়।

তৃতীয়তঃ-অধিকারী হবেন নিষিদ্ধ কর্মত্যাগীঃ-"নিষিদ্ধানি-নরকাদি-অনিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি।।"নরকাদি অনিষ্টের হেতু বলে শাস্ত্রে যে কর্মানুষ্ঠানগুলি নিষিদ্ধ আছে সেগুলি হল নিত্য নিষিদ্ধ কর্ম। যথা-ব্রহ্মহত্যা,গোহত্যা,সুরপানাদি প্রভৃতি।

চতুর্থতঃঅধিকারী হবেন নিত্যকর্মানুষ্ঠানকারীঃ-"নিত্যানি-অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি।।"যা না করলে প্রত্যবায় হয় অর্থাৎ সঞ্চিত পাপ থেকে যায় ,তা অবশ্যকর্তব্য।যেমন-সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি।নিত্য কর্ম না করার জন্য যে আগামী দুঃখরূপ ফল হয় তা নাশ করার জন্যই নিত্যকর্ম করা হয়ে থাকে।

পঞ্চমতঃঅধিকারী হবেন নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারীঃ-"নৈমিত্তিকানি-পুত্রজন্মাদি-অনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি"।।
যে সকল কর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে।যেমন পুত্র লাভ জন্য অবশ্যই করণীয় যজ্ঞ, উপনয়ন ইত্যাদি। নিমিত্ত প্রাপ্ত হলে অধিকারীকে অবশ্যই শাস্ত্র বিহিত কর্ম সম্পন্ন করতে হবে।যেমন-গৃহদাহ হলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হবে।

ষষ্ঠতঃঅধিকারী হবেন প্রায়শ্চিত্ত কর্মকৃৎ-"প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি।।যেসব কর্ম কেবল কৃতপাপক্ষয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিকে বলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।যেমন-চান্দ্রায়ণ,ব্রত প্রভৃতি। অর্থাৎ বেদান্তের অধিকারী পাপক্ষয়ের নিমিত্ত চান্দ্রায়ণাদি কাজে ব্রতী হবেন।

সপ্তমতঃঅধিকারী হবেন উপাসনারূপ কর্মানুষ্ঠানকারীঃ-"উপাসনানি-সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপারূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।। উপাসনা হল(সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপারসমূহ) শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতি ধরে সগুণব্রহ্মে মনোনিবেশ করা। যেমন-শাণ্ডিল্যবিদ্যা। উপাসনার মূল উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা লাভ।ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপের জ্ঞান লাভের পক্ষে এই একাগ্রতা আবশ্যক। তাছাড়া উপাসনার পারলৌকিক ফল বা প্রয়োজনীয়তা হল সত্যলোকপ্রাপ্তি।

অষ্টমতঃঅধিকারী হবেন

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ"সাধনানি-নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃইহামুত্রফলভোগবিরাগঃশমাদিষট্ কসম্পত্তিঃমুমুক্ষুত্বানি।" চারপ্রকার সাধন হল-১)**নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ**- কোনটি নিত্য বস্তু,আর কোনটি অনিত্য বস্তু তা বিবেচনা করা কে বলা হয়-নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। বেদান্তে অধিকারী ব্যক্তি 'ব্রহ্মই নিত্য বস্তু,তা ভিন্ন অন্য সকল অন্য সকল কিছুই অনিত্য'-এরূপ দৃঢ়চেতা হবেন।২)**ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ-**ঐহিক ও পারলৌকিক ফল ভোগের বৈরাগ্য উৎপাদন করা হল ইহামুত্রফলভোগবিরাগ।৩)**শমাদিষট্ কসম্পত্তিঃ-**নিজের মধ্যে শম,দম,উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি গুণের উদ্রেক করা। ও ৪) **মুমুক্ষুত্বঃ-**মুক্তির ইচ্ছা হল -মুমুক্ষুত্ব।

- এই আটটি গুণবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদান্তশাস্ত্রে'অধিকারী'বলে অভিহিত করা হয়েছে।